সংবাদ সম্মেলন, ৪ জুন ২০১৩, ইক্যুইটিবিডি ও ভয়েস-এর যৌথ আয়োজন

জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলের ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা প্রতিবেদন কি সত্যি অর্থনৈতিক সংস্কার নিশ্চিত করবে?

উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য, ফাঁকা বুলি!
ঐতিহাসিক দায় আগে স্বীকার করুন

১. পটভূমি

দারিদ্রকে অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০০০ সালে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এমডিজি) অর্জনের জন্য ২০১৫ পর্যন্ত যে সময়কাল ঘোষণা করা হয়েছিল তার মাত্র ২ বছর বাকী আছে। সারা পৃথিবীব্যাপী এই লক্ষ্যসমূহের কতুটুকু অর্জিত হয়েছে এবং ২০১৫ পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে লক্ষ্য কী হবে তা নিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার, জাতিসংঘ ও সুশীল সমাজের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক এই উন্নয়ন লক্ষ্যের কিছু কিছু অর্জিত হলেও অনেকেই এর পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, বিশ্লেষণাত্মক দাবি জানিয়েছেন। এমডিজি'র পুনর্মূল্যায়ন ইতিমধ্যেই এর উন্নয়ন লক্ষ্য ও টার্গেট ভিত্তিক প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতা তুলে ধরেছে। এর মাঝে জাতিসংঘ ও বিশ্বনেতৃবৃন্দ প্রতিশ্রুত লক্ষ্যসমূহকে ২০১৫ পরবর্তী সময়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং একটি বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য প্রণয়ন করা যায় সে ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এরই প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের মহাসচিব বিশ্বের ১২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল গঠন করে দিয়েছেন যেখানে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন, লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপতি এলেন জনসন সিরলেফ এবং ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ড. সুশীলো বামবাং যুধয়ন্য কো-চেয়ার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন।

এই উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল সারা পৃথিবী জুড়ে এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার আয়োজন করে। তাদের ভাষায়, "আমরা পৃথিবীর সকল গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী ১২০টি দেশে তৃণমূল সংগঠন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জোট পর্যন্ত ৫০০০-এর বেশি সুশীল সমাজ সংগঠনের সাথে ২০১৫ পরবর্তী লক্ষ্য ও টার্গেট নিয়ে আলোচনা করেছি ও তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেছি। আমরা আরও কথা বলেছি ৩০টি দেশের ২৫০টি কোম্পানির প্রধান নির্বাহীর সঙ্গে, যারা ৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি কর দিয়ে থাকেন, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাবিদদের সাথে, স্থানীয় ও আন্ত র্জাতিক এনজিও ও সুশীল সমাজ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে এবং সংসদ সদস্যদের সাথে।" সুশীল সমাজ সংগঠনের উদ্যোগেও পৃথিবীব্যাপী এ বিষয়ে আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যেখানে স্থানীয় সংগঠন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর উঠে এসেছে এবং তাদের বক্তব্য প্যানেলের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়েছে। সুশীল সমাজ প্রতিনিধিরা এইচএলপি'র আনুষ্ঠানিক বৈঠকের সময় নানা প্রান্তের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ফোরাম গঠন করেছে এবং ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন আলোচ্য নিয়ে মতবিনিময় করেছে।

উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল ৩০ জুন ২০১৩ "A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ নিয়ে বিবেচনার জন্য নানা মতামত প্রদান করা হচ্ছে।

২. প্রতিবেদনের উপর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ

প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল লিখেছে, "প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী কোন লক্ষ্যগুলি বেশি সংস্কারযোগ্য হবে এবং বেশির ভাগ দেশের জন্য প্রাসঙ্গিক হবে তা বিচার করার জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে, নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে প্রতিফলিত চাহিদার তালিকাটিকে আমরা ১২টি লক্ষ্য ও ৫৪টি টার্গেটের মধ্যে বিধৃত করেছি, যা অর্জিত হলে ২০৩০ সালের মধ্যে গোটা পৃথিবী ও এর অধিবাসীর জীবনে নাটকীয় উন্নয়ন সাধিত হবে।

তারা আরো বলেন, "উপরোক্ত আলোচনা সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট সংস্কারের লক্ষ্যে আমরা শুধুমাত্র শ্রেণীকরণের জন্য লক্ষ্যগুলিকে আলাদা করিনি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, প্রতিটি লক্ষ্য ফলাফল আনার জন্যই কাজ করবে। আমাদের বীক্ষণ অনুযায়ী আমরা নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করেছি: (১) দারিদ্র নিরসন; (২) নারী ও মেয়েশিশুর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জন; (৩) মানসম্মত শিক্ষাদান ও আজীবন শিক্ষা; (৪) সুস্থ্য জীবন নিশ্চিত করা; (৫) খাদ্য নিরাপত্তা ও উত্তম পুষ্টি নিশ্চিত করা; (৬) পানি ও স্যানিটেশনে বৈশ্বিক প্রবেশাধিকার অর্জন; (৭) টেকসই জ্বালানির সুরক্ষা; (৮) কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই প্রতিবেশ ও সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি; (৯) খনিজ সম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা; (১০) সুশাসন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করা; (১১) স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ নিশ্চিত করা; (১২) একটি বৈশ্বিক সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের পথ প্রশস্ত করা।"

এসব লক্ষ্য অর্জনের কৌশলের ব্যাপারে তারা বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, এই লক্ষ্য ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট টার্গেটসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে তা ৫টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ত্বরান্বিত করবে, সেগুলো হলো: (১) কেউ পিছে পড়ে থাকবে না; (২) অর্থনৈতিক সংস্কার; (৩) স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন বাস্তবায়ন; (৪) কার্যকর প্রতিষ্ঠান গঠন এবং (৫) একটি নতুন বৈশ্বিক অংশিদারিত্ব নির্মাণ।" এবং ক্রসকাটিং ইস্যু হিসেবে তারা যেগুলো উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে: (১) শান্তি; (২) অসমতা; (৩) জলবায়ু পরিবর্তন; (৪) নগরায়ন; (৫) যুব শক্তি; (৬) নারী ও মেয়ে শিশু; এবং (৭) স্থায়িত্বশীল ভোগ (consumption) ও উন্নয়নের ধরন।

৩. আক্রমণাত্মক ভারসাম্য ও অবস্থান গ্রহণ

অস্বীকার করার উপায় নাই যে বিদ্যমান উন্নয়ন ধারণায় তথাকথিত মুক্ত বাজারের প্রাধান্য, উন্নয়নে বেসরকারী অর্থায়ন এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে। উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল এসব কাঠামোগত বিষয়গুলো এড়িয়ে গেছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, সেসব বিষয় বিবেচনায় নেয়া অত্যাবশ্যক। সেগুলো হচ্ছে:

ক) ২০১৫ পরবর্তী সময়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কিভাবে কাজ করবে তার কোনও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল দেয়নি। বরং মুক্তবাজার অর্থনীতির বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিবেদনে দ্বান্দ্বিক ধারণা পোষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা

করা হয়নি, ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন পরিকাঠামো কি মুক্তবাজারের সম্প্রসারণ হিসেবে কাজ করবে, যা মূলত আয় বৈষম্য বাড়ায় ও ধনী-গরিব ব্যবধান জোরদার করে? নাকি একটা নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাবে যা স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে, যেমন: সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি, সম্পদের পুনর্বণ্টন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

খ) উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলের প্রতিবেদনে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারী অর্থায়নের উপর অনাবশ্যক রকম জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, একটা জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার অধীনে উন্নয়নের জন্য অর্থায়নে প্রাইভেট সেক্টরের আগ্রহ তেমন একটা দেখা যায় না। উপরন্তু, পুঁজি সবসময় মুনাফার ব্যাপারে আগ্রহী, উন্নয়নের ব্যাপারে নয়। কাজেই, আসন্ন উন্নয়নের জন্য এর উপর নির্ভর করা একেতো প্রশ্নসাপেক্ষ, তার উপর ক্রিয়াশীল অংশীদারদের মধ্যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক করেছে। আমরা মনে করি, উন্নত দেশের উন্নয়ন সহায়তা হওয়া উচিত সরকারী অর্থায়নে এবং অমীমাংসিত বিষয়গুলোও ২০১৫ পরবর্তী আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

৪. আমাদের উদ্বেগ, অমীমাংসিত বিষয়সমূহ

আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেকগুলো অমীমাংসিত ও পরস্পরবিরোধী বিষয় রয়েছে যা উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলের প্রতিবেদন খতিয়ে দেখা হয়নি, যা নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক) **উন্নত দেশগুলিকে সবার আগে তাদের ঐতিহাসিক দায় স্বীকার করতে হবে।** বেশিরভাগ স্বল্পোন্নত ও কিছু উন্নয়নশীল দেশ কেন এখনও অনুন্নত- তার কিছু ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আজকের ধনী দেশগুলোর বেশিরভাগই স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উপনিবেশ কায়েম করে তাদের সম্পদ শোষণ করেছে যা পরবর্তীতে তাদের শিল্প বিকাশে সহায়ক হয়েছে। ইদানিং অনেক স্বল্পোন্নত ও উন্নয়শীল দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বেড়ে গেছে কারণ, শিল্পোন্নত দেশগুলো ব্যাপক পরিমাণ কার্বন উদগীরণ করে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটিয়েছে। সুতরাং উন্নত দেশগুলোকে আজ এই পরিবেশ বিপর্যয় ও কার্বন ঋণ স্বীকার করতে হবে। নিজেদের উন্নয়নের স্বার্থে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর যে ক্ষতি তারা ইতিহাসে করে এসেছে তার দায় আজ তাদের বহন করতেই হবে।

খ) **আন্তর্জাতিক অর্থকরী প্রতিষ্ঠান (IFI) এবং জাতিসংঘে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়াতে হবে:** আন্তর্জাতিক অর্থকরী প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অবশ্যই একটি গণতান্ত্রিক অংশগ্রণের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এবং এজন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করতে হবে, আমাদের দাবি অনুযায়ী এটা করতে হবে "এক দেশ এক ভোট" নীতির ভিত্তিতে, কোন দেশের কত টাকা শেয়ার আছে তার ভিত্তিতে নয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদেও স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ন্যায্য অংশগ্রহণ থাকতে হবে। এগুলোর অভাবেই স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য আসা সিদ্ধান্তগুলো, বিশেষ করে আইএফআই থেকে যেসব সিদ্ধান্ত আসে, সেগুলো আদৌ দরিদ্র ও উন্নয়ন বান্ধব নয়। উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলকে এই গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের দাবি তুলতে হবে।

গ) **সকল ঋণ বাতিল করতে হবে এবং উন্নয়ন সহায়তার নামে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ভবিষ্যতে ঋণ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে হবে।** স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বেশিরভাগই ঋণ ভারে জর্জরিত এবং তাদের রাজস্বের সিংহভাগ তারা ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে উন্নত দেশ অথবা আইএফআই থেকে নেয়া ঋণ পরিশোধ করতে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেখানে ক্ষতিপূরণ দেবার কথা সেখানে ধনী দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে জলবায়ু অর্থায়নের নামে নতুন নতুন ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের পথ প্রশস্ত করছে, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ঘাড়ে দ্বিগুণ বোঝা চাপিয়ে দেবে। অথচ উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলের প্রতিবেদনে এ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। আমরা এই প্যানেলের প্রতি দাবি জানাই, অবিলম্বে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নয়ন সহায়তার নামে নতুন নতুন ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান খোলার পথ বন্ধ করতে হবে এবং উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে এসব দেশের জন্য অনুদান ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যা মূলত তাদের ঐতিহাসিক দায়।

ঘ) **অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সামরিক ব্যয়ের রাশ টেনে ধরতে হবে:** উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলের প্রতিবেদনে শান্তি ও নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে ১১ নম্বর লক্ষ্য অর্থাৎ 'স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ নিশ্চিত করতে হবে'- এর অধীনে ৪টি টার্গেটও নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ, বিশ্বব্যাপী সমরাস্ত্র উৎপাদনের প্রতিযোগিতা, অস্ত্র বাণিজ্য আর সামরিক খাতে অন্তহীনভাবে বাড়তে থাকা বরাদ্দ এই লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রধানতম অন্তরায়। এই খাতে বিনিয়োগকৃত বিপুল অর্থ দিয়ে পৃথিবী থেকে দারিদ্র বিমোচন ও সত্যিকার উন্নয়ন করা যেত। প্রতিবেদনে এ বিষয়ে একটি বাক্যও উল্লেখ করা হয়নি। আমরা আশা করি, উচ্চ পর্যায়ের এই প্যানেল এবং জাতিসংঘের মহাসচিব এই বিষয়টি বিবেচনা করবেন এবং এর আলোকে উন্নয়ন লক্ষ্য পুনর্নির্ধারণ করবেন।

আমরা, দুইটি সংগঠন, যৌথভাবে এই বক্তব্য প্রকাশ করছি এবং আশা করছি, এর আলোকে জাতিসংঘের মহাসচিব বরাবর বাংলাদেশ ও অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশ এ বিষয়ে তাদের অবস্থান তুলে ধরবে, যার উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্য।

যোগাযোগ:
আহমেদ স্বপন মাহমুদ, ভয়েস (মোবাইল: ০১৭১১৮৮১৯১৯)
রেজাউল করিম চৌধুরী, ইক্যুইটিবিডি (মোবাইল: ০১৭১১৫২৯৭৯২)
www.equitybd.org ও www.voicebd.org